

দাতা হুযুর رَحْمَةُ  
اللَّهِ  
عَلَيْهِ

এবং আদবের শিক্ষা

**07-August-2025**

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার

সূনাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)



## Contents

দরুদ শরীফের ফযীলত .....	4
বয়ান শোনার নিয়্যত.....	5
অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণের পুরস্কার.....	5
অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণও একটি আদব.....	7
দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি .....	8
কাশফুল মাহজুব এর পরিচিতি .....	9
কাশফুল মাহজুবের একটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ .....	10
আদবের গুরুত্ব .....	10
আদব হলো প্রথম শর্ত.....	12
আদব হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম .....	13
(১): বন্দেগীর আদব .....	14
কিছু বন্দেগীর আদব.....	14
আল্লাহ দেখছেন .....	15
(২) নিজের সাথেও আদব বজায় রাখুন!.....	16
নিজের প্রতি বেয়াদবির উদাহরণ .....	17
(৩): জীবনের বিভিন্ন আদব.....	18
উত্তম সঙ্গ খুবই জরুরি .....	19
নিজের জন্য দোয়া কেন চান না...?.....	19
মেহমানদারির আদব.....	20
খাওয়া-দাওয়ার আদব.....	21
নেক আমল নম্বর ৪৩-এর প্রতি উৎসাহ.....	23
ডান হাতে লেনদেনের সুন্নাত ও আদব.....	23

ঘোষণা .....	24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া.....	25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:.....	25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: .....	25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: .....	25
(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:.....	26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: .....	26
(৬) দরুদে শাফায়াত: .....	26
(১) এক হাজার দিনের নেকী .....	27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: .....	27
ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব .....	28
অজ্ঞতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া.....	28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি .....	29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: .....	30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী .....	32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল.....	32
মাসিক ৪টি নেক আমল .....	32
বার্ষিক ৩টি নেক আমল.....	32
আমীরে আহলে সুন্নাত <small>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</small> এর দোয়া.....	33

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাহ ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিত নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তাকে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

### দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُسْئِلُ عَشْرًا أَذْرَكَتَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সকালে ও সন্ধ্যায় আমার উপর ১০ বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুন নাওয়াফিল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬১, হাদিস: ২৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيْنَةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণের পুরস্কার

শায়খুল মাশায়িখ, হযরত দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর ‘কাশফুল মাহজুব’ শরীফে নিজের জীবনের একটি অনন্য এবং শিক্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন: একবার আমার একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এর আগেও আমার উপর একই রকম সমস্যা এসেছিল, সেই সময় আমি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর

মাজার শরীফে উপস্থিত হয়েছিলাম, যার বরকতে আমার সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছিল। এবার যখন সমস্যা দেখা দিল, তখন আমি আবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাজারে হাজির হলাম, ৩ মাস পর্যন্ত মাজার শরীফে উপস্থিত থাকলাম, প্রতিদিন ৩ বার গোসল এবং ৩০ বার ওয়ু করতাম (অর্থাৎ পবিত্রতা ও আদবের সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতাম) কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান হলো না (কুদরতের এটাই হয়তো মঞ্জুর ছিল যে, এবার ওলীর মাজারে হাজির হয়ে নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে)।

তিনি বলেন: যখন দুশ্চিন্তা দূর হলো না, তখন আমি খুরাসান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুরাসান যাওয়ার পথে একটি গ্রামে পৌঁছালাম, সেখানে একটি খানকা দেখতে পেলাম।

আগের যুগে আউলিয়ায়ে কেরাম মাদরাসা বা ইবাদতগাহ তৈরি করতেন, যেখানে থেকে তাঁরা তাঁদের মুরিদদের প্রশিক্ষণ দিতেন। সম্ভবত একারণেই দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাত কাটানোর জন্য সেই খানকাতে গমন করেছিলেন, কিন্তু এখানকার অবস্থা ছিল ভিন্ন। এই খানকায় যারা থাকত তারা ইবাদতকারী ও আলেম ছিল না, বরং অজ্ঞ ও দুঃশ্চরিত্রবান ছিল। হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সাধারণ মুসাফিরদের মতো আমার কাছে কোনো মালামাল ছিল না, শরীরে খসখসে পোশাক ছিল, হাতে লাঠি এবং ওয়ুর জন্য পাত্র ছিল। আমার এই অবস্থা দেখে তারা আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করল। রাত হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে রাত কাটানো জরুরি ছিল, তাই জায়গা না থাকা সত্ত্বেও আমি সেই খানকায় রয়ে গেলাম। তারা আমাকে নিচতলায় থাকতে দিল এবং নিজেরা

উপরের তলায় চলে গেল। খাওয়ার সময় হলে তারা মেহমানদারির আদবের প্রতি কোনো খেয়াল রাখল না, আমাকে ছত্রাক পড়া শুকনো রুটি দিল এবং নিজেরা সুস্বাদু খাবার খেতে লাগল, পাশাপাশি আমাকে নিয়ে ঠাট্টাও করতে লাগল। খাওয়ার পর তারা তরমুজ খেল এবং ডিমের খোসা আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। মোটকথা, যতদূর সম্ভব তারা আমাকে কষ্ট দিল, আমাকে অপমান করল, আমি ধৈর্যের সাথে এই সবই সহ্য করতে থাকলাম। ব্যস শুধু তাদের এই আচরণের উপর ধৈর্য ধরার বরকতে আল্লাহ পাক আমার সমস্যা সমাধান করে দিলেন। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ১০০)

## অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণও একটি আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অজ্ঞদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথার উপর ধৈর্যধারণ করাও জীবনের আদবের মধ্যে একটি আদব। আমাদের প্রায়ই এমন লোকের সাথে দেখা হয়, যারা জ্ঞান, সদাচারণ এবং জীবনের আদব থেকে অনেক দূরে থাকে। বিশেষ করে নেকীর দাওয়াত দেওয়া মুবাল্লিগদের এমন লোকদের সাথে অনেক বেশি দেখা হয়। হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উচিত এমন লোকদের কথা, তাদের কার্যকলাপ এবং খারাপ আচরণের উপর ধৈর্যধারণ করা, তাদের খারাপের উত্তর ভালোর মাধ্যমে দেওয়া। এই ধৈর্যও একটি নেকী এবং অনেক সময় এই ধৈর্যের বরকতে বড় বড় সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করেন:

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَ

কানযুল ইমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপ্রায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের

عَرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৯)

নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুক ফিরিয়ে নিন।

তাকসীরে সিরাতুল জিনানে আছে: এই আয়াতে নবী করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ৩টি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: (১): যে অপরাধী ক্ষমা চেয়ে আপনার কাছে আসে, তার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দিন (২): ভালো ও উপকারী কাজ করার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিন (৩): অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা আপনাকে মন্দ কথা বললে তাদের সাথে ঝগড়া করবেন না, বরং জ্ঞানের প্রকাশ ঘটান। (তাকসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ৯, সূরা আরাফ, ১৯৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫০৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

★ দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় ৪০০ হিজরীতে দুনিয়ায় আগমন করেন। ★ তাঁর নাম আলী এবং সম্মানিত পিতার নাম: উসমান। ★ দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আফগানিস্তানের গজনি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। গজনির একটি মহল্লা হলো: হাজবের। দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মহল্লায় থাকতেন, সেই সূত্রেই হাজবেরী বলা হয়। ★ তিনি نَجِيبُ الطَّرْفَيْنِ অর্থাৎ হাসানি ও হুসাইনী সৈয়দ। ★ শুরু থেকেই তিনি অনেক বেশি নেককার, পরহেযগার, ইবাদতকারী এবং দ্বীনি ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন। ★ দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীনি ইলম শেখার জন্য ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, আজারবাইজান, খুরাসান এবং তুর্কিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন, সেই সময়ের বড় বড় আলেম ও সুফিদের থেকে দ্বীনি ইলম শিখেছেন।

★ প্রায় ৩৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর পীর সাহেব শেখ আবুল হাসান খুত্বালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নির্দেশে লাহোর গমন করেন। ★ এখানে তিনি নেকীর দাওয়াত প্রসার করেন, দ্বীন ইসলামের বার্তা ছড়িয়েছেন, মানুষকে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের আচরণ ও চরিত্র দিয়ে, কখনো বয়ান করে, কখনো কারামত দেখিয়ে অসংখ্য অমুসলিমকে মুসলমান করেছেন। যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল, তাদের সুন্নাতের অনুসারী বানিয়েছেন। অনেক আলেম তৈরি করেছেন, অনেক মানুষকে নিজের সাহচর্যে রেখে বেলায়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়েছেন। ★ প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি উপমহাদেশে একটি পরিবর্তন সাধিত ঘটিয়েছেন। ★ একটি নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, তিনি ৪৬৫ হিজরীতে এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। ★ তাঁর মাজার মুবারক লাহোরে অবস্থিত। ★ তাঁরই সাথে সম্পর্ক রেখে লাহোরকে মারকাজুল আউলিয়া এবং দাতা নগরও বলা হয়। (বিস্তারিত জানতে দেখুন: মাকতাবাতুল মদিনার পুস্তিকা "ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ")

## কাশফুল মাহজুব এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অত্যন্ত দক্ষ আলেম ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব লিখেছেন, কিন্তু আফসোস! এখন তাঁর কিতাবগুলো পাওয়া যায় না। তাঁর একটি অসাধারণ কিতাব 'কাশফুল মাহজুব' এখনও পাওয়া যায়। 'কাশফুল মাহজুব' মূলত ফার্সি ভাষায় লেখা, এর উর্দু অনুবাদও বাজারে পাওয়া যায়। ★ 'কাশফুল মাহজুব' এমন একটি অসাধারণ কিতাব, যা বড় বড় সুফিয়ায়ে কেলাম নিয়মিত পড়তেন এবং তাঁদের শাগরেদদেরও পড়াতেন। ★ 'কাশফ' এর অর্থ হলো: খোলা এবং 'মাহজুব' এর অর্থ হলো: পর্দার

আড়ালে থাকা জিনিস। গুনাহের কারণে অন্তরে যে ময়লা জমে, সুফিয়ায়ে কেলাম তাকে 'হিজাব' বলেন। এভাবে 'কাশফুল মাহজুব' এর অর্থ দাঁড়াবে: অন্তরের পর্দা খোলার কিতাব। ☆ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: "যার কোনো পীরে কামিল নেই, সে যেন 'কাশফুল মাহজুব' পড়ে নেয়, পীরে কামিল পেয়ে যাবে।" (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃষ্ঠা: ৫৮)

## কাশফুল মাহজুবের একটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

হে আশিকানে রাসূল! 'কাশফুল মাহজুব' শরীফের একটি অধ্যায় হলো: কাশফে হিজাব: আদবের বয়ান। এই অধ্যায়ে হযরত দাতা গঞ্জিবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মূলতঃ ৩টি বিষয় উল্লেখ করেছেন: (১) আদব কাকে বলে? (২) আদবের প্রকারভেদ (৩) এবং বিভিন্ন ধরনের জীবন-আদব।

আসুন! 'কাশফুল মাহজুব' শরীফের এই অধ্যায় থেকে দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষা ও কিছু উপদেশ শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেলামের ভালবাসা এবং তাঁদের শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দান করুক।

## আদবের গুরুত্ব

হযরত দাতা গঞ্জিবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সমস্ত দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজের সৌন্দর্য আদবে নিহিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা আলাদা আদব রয়েছে। ভদ্রতা, সুন্নাত এবং সম্মানের সুরক্ষা আদবের মাধ্যমেই হয়। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯২) আল্লাহ পাক কুরআন করিমে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
 قُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
 (পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

সাহাবীয়ে রাসূল, সুলতানুল মুফাসসিরীন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এই আয়াতে করীমার তাফসীরে বলেন: **أَيُّ فَقَّهُوهُمْ** অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর আবশ্যিক যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! আর এটা কিভাবে হবে? তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে বাঁচাতে পারো? এর উপায় হলো, তোমরা নিজেরাও দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করো এবং তোমাদের পরিবারকেও দ্বীন শেখাও! নিজেরাও আদব শেখো এবং তোমাদের পরিবারকেও আদব শেখাও...!! (তাফসীর কুশাইরী, পারা: ২৮, সূরা তাহরীম, ৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৩৪)

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তাইয়িয়া তাহেরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী, রাসূলে হাশমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: সন্তানের উপর তার বাবার হক হলো যে, সে তার একটি সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে উত্তম আদব শেখাবে। (শুআবুল ঈমান, বাবু ফী হুক্কিল আওলাদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ৪০২, হাদীস: ৮৬৬৭)

## আদব হলো প্রথম শর্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আদব হলো বন্দেগীর মূল। হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام যখন তুর পর্বতে উপস্থিত হলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁর সাথে প্রথম যে কথাটি ইরশাদ করেন:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

(পারা ১৬, সূরা ত্বা, আয়াত ১২)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় আমি তোমার রব। সুতরাং তুমি আপন জুতা খুলে ফেলো; নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা ‘তুওয়া’ এর মধ্যে এসেছো।

মুফাসসিরীনে কেলাম বলেন: আল্লাহ পাক হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে নালাঈন শরীফ (অর্থাৎ জুতো মোবারক) খোলার আদেশ দিয়েছিলেন, এর একটি কারণ ছিল যে, বাদশাহদের দরবারে জুতো খুলে উপস্থিত হওয়া আদব এবং আল্লাহ পাক তো আহকামুল হাকিমিন। হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং উপত্যকাটিও পবিত্র। তাই আদেশ হলো যে, হে মুসা عَلَيْهِ السَّلَام! আপনার দয়ালু প্রতিপালকের এবং এই বরকতময় উপত্যকার আদবে জুতো শরীফ খুলে ফেলুন!

اللَّهُ أَكْبَرُ হে আশিকানে রাসূল! এর থেকে আদবের গুরুত্ব অনুমান করুন! জানা গেল যে, আদব হলো বন্দেগীর প্রথম শর্ত, এর মাধ্যমেই মানুষ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। হযরত জালাল বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ঈমানের দাবি হলো যে, বান্দা শরীয়তের উপর আমল করবে, সুতরাং যে শরীয়ত জানে না, সে (কামিল) ঈমানওয়ালা হতে পারে না এবং শরীয়ত আদব শেখায়। সুতরাং যে আদব জানে না, তার ঈমানও (কামিল) নয়, সে

শরীয়তও জানে না। (রিসালায়ে কুশায়রিয়া, 'আদব কা বয়ান', পৃষ্ঠা: ৪৯৪) আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

يَا بَارِءُ لَا تَدْرِي مَا يَدْرِي يَا بَارِءُ لَا تَدْرِي مَا يَدْرِي يَا بَارِءُ

যে বা যার-আদব নেয়, তার কোনো দ্বীন নেই।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২৮, পৃষ্ঠা: ১৫৮)

## আদব হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম

শেখ ইউসুফ বিন হুসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদবের বরকতে ইলমের বোধ আসে, ইলমের বরকতে আমল সঠিক হয়, আমল সঠিক হলে হিকমত লাভ হয়, হিকমত লাভ হলে যোহদ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) লাভ হয়, যোহদের বরকতে আখেরাতের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং যে ভাগ্যবান আখেরাতের আগ্রহ লাভ করে, তাকে আল্লাহ পাক তাঁর নৈকট্যের দৌলত দান করেন। (আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা: ৪৫৫)

!الله! الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** চিন্তা করুন! আদব কত মহান বিষয়! জানা গেল যে, যার কাছে আদব আছে, সে অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ ইলমের সঠিক বোধ সেই পায়, যে আদবওয়ালা, আমল তারই সঠিক হয়, যে আদবওয়ালা, হিকমতও সেই পায়, যে আদবওয়ালা এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যও সেই লাভ করে, যার আদবের দৌলত নসিব হয়। আর যে দূর্ভাগার কাছে আদব নেই, সে বড় বঞ্চিত। সে হাজারো বই পড়েও সঠিক ইলমের বোধ থেকে বঞ্চিত থাকে, সারা জীবন ইবাদতে কাটিয়েও আমলের সঠিকতা থেকে বঞ্চিত থাকে, না সে হিকমত পায়, আর না তার জন্য আল্লাহর নৈকট্যের দরজা খোলে।

আল্লাহ পাক আমাদের আদবের দৌলত নসিব করুক।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## (১): বন্দেগীর আদব

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদবের ৩টি প্রকার রয়েছে: প্রথম প্রকার হলো: الرَّحْمَةُ الْمَعْلُومَةُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদব। এটি সবচেয়ে প্রথম এবং জরুরি আদব, কারণ আমরা এই দুনিয়ায় যা-ই হই না কেন, সবার আগে আমরা বান্দা। যে ডাক্তার, সে পরে ডাক্তার, প্রথমে সে আল্লাহ পাকের বান্দা। যে আলেম, সে পরে আলেম, প্রথমে বান্দা। যে ইঞ্জিনিয়ার, সে পরে ইঞ্জিনিয়ার, প্রথমে বান্দা। মোটকথা আমরা যেই হই, যা-ই হই, সবার আগে আমরা বান্দা, তারপর অন্য কিছু। সুতরাং সবার আগে আমাদের বান্দা হওয়ার আদবের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

## কিছু বন্দেগীর আদব

বান্দা হওয়ার আদব অনেক। ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'আদাবুল উবুদিয়াত' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখেছেন, যেখানে অনেক বন্দেগীর আদব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: বান্দা হওয়ার একটি আদব হলো, বান্দা সবসময় নিজের মনোযোগ আল্লাহ পাকের দিকে রাখবে। নেয়ামত পেলে (যেমন; ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, সুখ-শান্তি, যেকোনো নেয়ামত) সেই নেয়ামতের হয়ে যাবে না, নেয়ামতের কারণে উদাসীনতায় পড়বে না, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের হুক আদায় করতে থাকবে। সবসময় আল্লাহ পাকেরই আকাজক্ষায় থাকবে, কারণ সব নেয়ামতের ভাণ্ডার সেই জগতের প্রতিপালকের কুদরতের হাতেই রয়েছে। বান্দা সবসময় আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকবে, ☆ তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবে। ☆ যা তিনি দেন, তাতেই খুশি থাকবে। ☆ দুঃখ পেলে অভিযোগ করবে না। ☆ সুখ পেলে অবাধ্য হবে না।

- ★ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় থাকবে।
- ★ দুনিয়ার কোনো জিনিসকে নিজের মালিকানা মনে করবে না।
- ★ এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের, তিনিই প্রকৃত মালিক। আমার কাছে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ পাকেরই, তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাকে দান করেছেন।
- ★ নিজের ইবাদত ও নেক আমলকে সবসময় নগন্য মনে করবে।
- ★ আত্ম-অহংকারের শিকার কখনোই হবে না।

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: বান্দা হওয়ার আদবের মধ্যে এটিও আছে যে, সে প্রকাশ্যে ও গোপনে (অর্থাৎ মানুষের সামনে এবং একাকীতে, সর্বাবস্থায়) আল্লাহ পাকের অবমাননা (অর্থাৎ গুনাহ এবং নাফরমানি) থেকে বেঁচে থাকবে। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৩)

## আল্লাহ দেখছেন

বর্ণিত আছে যে, এক পীর সাহেব তার বয়স্ক মুরিদদের পরিবর্তে এক তরুণ মুরিদদের প্রতি বেশি সম্মান প্রদর্শন করতেন। যা কিছু বয়স্ক মুরিদদের চোখে ভালো লাগতো না। অতএব এক মুরিদ তার কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করে আরয করল যে, আপনি এই তরুণকে আমাদের মতো বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মুরিদদের উপর এত প্রাধান্য কেন দেন? তখন পীর সাহেব বললেন: আমার এই মুরিদ আদব এবং বুদ্ধিতে তোমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত, যার কারণে আমি তাকে খুব ভালোবাসি এবং এর প্রমাণ আমি তোমাদের এখনই দিয়ে দেবো, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, তার মধ্যে কোন গুণ আছে। তারপর পীর সাহেব কিছু পাখি আনালেন এবং তার সকল মুরিদকে একটি করে পাখি এবং একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন: এই পাখিকে এমন জায়গায় জবাই করে নিয়ে

এসো যেখানে কেউ দেখার মতো নেই। সেই তরুণকেও একইভাবে পাখি দেওয়া হলো এবং তাকেও একই কথা বলা হলো। কিছুক্ষণ পর তাদের প্রত্যেকে জবাই করা পাখি নিয়ে ফিরে আসল কিন্তু সেই তরুণ জীবিত পাখি হাতে নিয়ে ফিরে আসল। পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন যে, অন্যদের মতো তুমি একে জবাই করলে না কেন? সে আরয করল: হযুর! আমি এমন কোনো জায়গা পাইনি যেখানে কেউ দেখছে না, কারণ আমি যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখেছি যে আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন। তাই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি। এই কথা শুনে সকল পীর ভাইদের চোখের উপর থেকে পর্দা সরে গেল এবং তারা কেবল পীর সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইল না, বরং আরয করল: সত্যিই এই তরুণ এই সম্মানের অধিকারী।

(ইহইয়াউ উলুমিদীন, ৫/১২৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## (২) নিজের সাথেও আদব বজায় রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আদবের দ্বিতীয় প্রকার হলো: **أَدَبُ النَّفْسِ** অর্থাৎ নিজের সাথে আদব করা।

এটা কেমন অদ্ভুত কথা! আজ পর্যন্ত আমরা এটাই শুনে এসেছি যে, আমাদের অন্যদের সাথে আদব করতে হবে, কিন্তু দাতা হযুর **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলছেন: অন্যদের সাথে তো আদব করতেই হবে, এর পাশাপাশি নিজের সাথেও আদব করতে হবে। কেনইবা করতে হবে না, কারণ আমাদের এই শরীর, আমাদের এই প্রাণ, আমাদের সবকিছু আসলে আমাদের নয়, বরং আল্লাহ পাকের। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১১)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় আল্লাহ মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন খরিদ করে নিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: মু'মিনের উচিত মনে করা যে, আমি এবং আমার সম্পদ আল্লাহ পাকের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে, আমার কোনো জিনিসই আমার নয়। নিজের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি সম্পদকে আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুযায়ী শুধু (অর্থাৎ ব্যবহার) করবে, নতুবা খেয়ানতকারী হবে। (তাফসীরে নঈমী, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৭৮)

اللَّهُ أَكْبَرُ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেল যে, আমাদের প্রাণ আসলে আমাদের নয়, আল্লাহ পাকের দেওয়া আমানত। তাই আমাদের উপর আবশ্যিক যে, আমাদের এই আমানতে খেয়ানত না করা, বরং এই আমানতের আদব রক্ষা করা।

## নিজের প্রতি বেয়াদবির উদাহরণ

★ নিজেকে অপমানের মুখে ফেলা ★ নিজের গুরুত্ব না দেয়া  
★ এমন কাজ করা যাতে লোকেরা ঠাট্টা করে ★ এমন পোশাক পরা যা দেখে লোকেরা হাসে ★ শরীরে উল্টো-পাল্টা ট্যাটু (Tattoo) করানো  
★ নিজের চেহারা বিকৃত করা -এগুলো সবই নিজের প্রতি বেয়াদবির উদাহরণ। হযরত দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের আদবের মধ্যে একটি হলো, মানুষ সবসময় সত্য কথা বলবে (কারণ মিথ্যা বলা খারাপ, তাই মিথ্যা বলে নিজের জিহ্বাকে নোংড়া করা নিজের

প্রতি বেয়াদবি)। তিনি আরও বলেন: মানুষের উচিত কম খাওয়া, যাতে শৌচাগারে বেশি যেতে না হয়। একইভাবে পর্দার স্থানগুলো দেখবে না, কারণ এতে নির্লজ্জতা রয়েছে। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৫)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এটা আমাদের পবিত্র দীন ইসলামের মহত্ত্ব যে, এতে আমাদের নিজেদের সত্তার আদবও শেখানো হয়েছে। আমাদের উচিত এই আদবগুলো গ্রহণ করা, অন্যদেরও আদব করা এবং পাশাপাশি নিজের সত্তারও আদব করা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন: যে নিজের আদব করে না, সে অন্যদেরও আদব করতে পারে না। লোকেরা আমাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। যে লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির খেয়াল রাখে না, তাদেরকে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অলস মনে করা হয়।

তাই আমাদের উচিত নিজেদের গুরুত্ব দেয়া, এমন কোনো পোশাক বা আচরণ গ্রহণ না করা, যাতে লোকেরা আমাদের থেকে বিরক্ত হয় বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজেদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুক।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### (৩): জীবনের বিভিন্ন আদব

দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদবের তৃতীয় প্রকার হলো: মানুষের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার সময় তাদের আদবের খেয়াল রাখা।

এই স্থানে দাতা হযুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ জীবনের বিভিন্ন আদব বর্ণনা করেছেন। আসুন! এর মধ্যে কয়েকটি শুনি:

### উত্তম সঙ্গ খুবই জরুরি

মানুষের সাথে মেলামেশা এবং সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানুষ সবসময় নেক সঙ্গ অবলম্বন করবে, খারাপ সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। দাতা হযুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসের অভ্যাস হলো, সে তার সঙ্গীদের থেকে আরাম পায়, যে ধরনের মানুষের সঙ্গে বসে, তাদেরই অভ্যাস গ্রহণ করে। একারণে মাশায়েখ (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেলাম) সবার আগে বন্ধুত্বের হকের প্রতি মনোযোগ দেন এবং মুরিদদেরও এরই উৎসাহ দেন। এমনকি মাশায়েখের কাছে বন্ধুত্বের আদব শেখা এবং এর উপর আমল করা ফরযের মর্যাদা রাখে।

(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)

হাদীস পাকে আছে: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে, তাই তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। (তিরমিযী, কিতাবুয যুফ, পৃষ্ঠা: ৫৬৬, হাদীস: ২৩৭৮)

### নিজের জন্য দোয়া কেন চান না...?

‘কাশফুল মাহজুব’-এ হযরত দাতা গঞ্জবখশ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক ব্যক্তি তাওয়্যাহের সময় শুধু এই দোয়া করছিল: اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي خَوَانِي হে আল্লাহ পাক! আমার বন্ধুদেরকে নেককার বানিয়ে দাও। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল: এই স্থানে তুমি নিজের জন্য দোয়া কেন করছ না? শুধু বন্ধুদের জন্যই কেন দোয়া করছ? সেই ব্যক্তি খুব চমৎকার উত্তর দিল,

বলল: আমি তো ফিরে আমার বন্ধুদের কাছেই যাব। যদি তারা নেককার হয়, তবে আমিও নেককার হয়ে যাব, আর যদি তারা খারাপ হয়, তবে তাদের মন্দ স্বভাব আমার কাছেও পৌঁছাবে। তাই আমি আমার বন্ধুদের জন্য দোয়া করছি। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)

## মেহমানদারির আদব

জীবনের বিভিন্ন আদবের মধ্যে মেহমানদারির আদবও রয়েছে। দাতা ছয়র رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানদারির আদবের মধ্যে একটি হলো, যখন কোনো মুসাফির আসে, তখন খুশি হওয়া। তার সম্মান করা, আদব ও সম্মানের সহিত তাকে স্বাগত জানানো। আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত মেহমানদার ছিলেন। একবার কিছু ফেরেশতা মানুষের রূপে তাঁর কাছে এলেন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁদের চিনতে পারেননি, তবুও তাঁদের স্বাগত জানালেন, তাঁদের বসালেন, দ্রুত খাবার তৈরি করিয়ে মেহমানদের সামনে উপস্থাপন করলেন। আগত মেহমানরা তো ফেরেশতা ছিলেন এবং ফেরেশতারা খাওয়া দাওয়া করে না। যখন ফেরেশতারা খাবার খেলো না, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ  
بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ  
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿١٦﴾  
(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৬৯)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং নিশ্চয় আমার ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এলো। তারা বললো। ‘সালাম’। সে বললো, ‘সালাম’। অতঃপর অল্পক্ষণ বিলম্ব করেনি, একটা ভাজা করা গো-বৎস নিয়ে এলো।

দাতা হযুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: দেখুন! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام মেহমানদের কাছে এটাও জিজ্ঞাসা করেননি যে, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন? আপনাদের নাম কী? বরং সঙ্গে সঙ্গেই মেহমানদারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫০৫)

আমাদেরও উচিত, মেহমানদের সাথে এমন আচরণ করা। আমাদের প্রিয়জন ও আত্মীয় মেহমান হয়ে এলে তো আমরা মেহমানদারি করিই, যদি অপরিচিত কেউ আসে, তবে তার খাতির-যত্নেও যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

### খাওয়া-দাওয়ার আদব

দাতা হযুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ খাবার ছাড়া চলতে পারে না, তবে খাবার গ্রহণের শর্ত হলো, খাওয়া-দাওয়ায় বাড়াবাড়ি না করা (অর্থাৎ খুব বেশি না খাওয়া), কারণ যে শুধু পেট ভরার চিন্তায় থাকে, তার গুরুত্ব ও দাম সেটাই, যা পেট থেকে বের হয়। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫১২) হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল: আপনি ক্ষুধার্ত থাকার প্রতি এত জোর কেন দেন? তিনি উত্তর দিলেন: কারণ যদি ফেরাউন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে সে কখনো খোদা দাবি করত না। যদি কারুন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে সে ঔদ্ধত্য করত না। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫১৩)

★ খাওয়ার আদবের মধ্যে এটাও আছে যে, একা খাবে না, যা খাবে অন্যদেরও তাতে অংশীদার করবে। ★ দস্তুরখানায় চুপ করে বসে থাকবে না (বরং সুযোগ বুঝে ভালো ভালো কথা বলবে)। ★ বিসমিল্লাহ পড়ে খাওয়া শুরু করবে। ★ খাবার, পানি বা পাত্র ইত্যাদি রাখা ও

তোলার সময় ভদ্রতার খেয়াল রাখবে, এমন আচরণ করবে না, যা লোকেরা অপছন্দ করে। ☆ প্রথম গ্রাস লবণাক্ত খাবার দিয়ে শুরু করবে। ☆ দস্তুরখানায় বসা লোকদের প্রতি ঈসার করবে। ☆ ডান হাতে খাবে। ☆ অন্যদের গ্রাসের দিকে তাকাবে না। ☆ ছোট ছোট গ্রাস নেবে এবং খুব ভালো করে চিবিয়ে খাবে। ☆ খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবে না, কারণ এতে বদহজম হয় এবং এটা সুন্নাতে রও পরিপন্থী। ☆ খাওয়া শেষ করে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫১৪)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, দাতা হযুর **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** কত সুন্দর আদব শিখিয়েছেন। এখানে একটি বিষয়ে মনোযোগ দিন! দাতা হযুর **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**-এর কিতাব হলো: ‘কাশফুল মাহজুব’। তিনি এই কিতাবটি তাসাওউফের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বর্ণনা করার জন্য, অন্তর থেকে উদাসীনতার পর্দা সরানোর জন্য, অন্তরকে নূরানী বানানোর জন্য এবং আল্লাহ পাকের মারিফাত অর্জন করার পদ্ধতি জানানোর জন্য লিখেছেন এবং সেই কিতাবেই তিনি এই জীবনের আদবগুলো বর্ণনা করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই আদবগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ! এগুলোর উপর আমল করার বরকতে অন্তর পবিত্র হয়, বাতিন উজ্জ্বল হয়, অন্তরে ঈমানের নূর প্রবেশ করে এবং আলো ছড়ায়। আমাদের উচিত এই আদবগুলোর গুরুত্ব বোঝা, আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারের আদব রক্ষা করা, নিজের সন্তার আদবেরও খেয়াল রাখা, মুসলমানদের আদব করা, বন্ধুদের আদব করা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদির আদবেরও খেয়াল রাখা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## নেক আমল নম্বর ৪৩-এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় দ্বীন আমাদের জাহেরী এবং বাতেনী সকল প্রকারের আদব শেখায়। তাই আমাদেরও উচিত, এই আদবগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা। নিজেদের দ্বিনি এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং যেহী হালকার ১২টি দ্বিনি কাজে স্বঃতস্ফুর্তভাবে অংশ নেওয়া উচিত। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** আমাদের যে ৭২টি নেক আমল প্রদান করেছেন, তার মধ্যে একটি নেক আমল এমনও রয়েছে, যেখানে আমাদের জীবনের কিছু আদবের খেয়াল রাখার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন; নেক আমল নম্বর ৪৩ হলো: আপনি কি পরিষ্কার পরিছন্নতায় অভ্যস্ত থেকে উন্নত বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেছেন? পরিষ্কার পরিছন্নতা: অর্থাৎ শরীর ও পোশাক, ঘর ও যেখানে কাজ করেন সেই জায়গা এবং সেখানকার আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। উন্নত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ: সময়ের নিয়মানুবর্তিতা, ঘর ও নিজের বা অন্য কারো গাড়িতে বসার সময় বিনা কারণে জোরে দরজা বন্ধ না করা, নিজের ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস বা কারো কাছ থেকে যে জিনিস অনুমতি থাকা অবস্থায় নিয়েছিলো অতঃপর সেই জায়গায় রেখে দেয়া ইত্যাদি।)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

## ডান হাতে লেনদেনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ডান হাতে লেনদেন সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর একটি বাণী লক্ষ্য করুন: ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের প্রত্যেকে ডান

হাতে খাবে এবং ডান হাতে পান করবে, ডান হাতে নেবে এবং ডান হাতে দেবে, কারণ শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে নেয়। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২, হাদীস ৩২৬৬) ★ ডান দিকে নেক ফাল রয়েছে, কারণ এটি জান্নাতীদের দিক। (ফয়যুল কুদির, ৫/২৬৩, ৬৯৯৫নং হাদীসের পাদটীকা) ★ ডান হাতে খাওয়া-দাওয়া করা সুন্নাত। (আদাবে বা'আম, পৃষ্ঠা ১৩০) ★ নেকি লেখার ফেরেশতা ডান দিকে থাকে, এ কারণে এই দিকটি উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, ১৪/২৮৭) ★ মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেওয়া এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করো, এই অভ্যাস এমন দৃঢ় হয়ে যাক যে, কাল কিয়ামতের দিন যখন আমালনামা প্রদান করা হবে, তখন এই অভ্যাসের কারণে ডান হাতই এগিয়ে যাবে, তাহলে তো কাজ হয়ে যাবে। (হাযাতে মুহাদ্দিসে আ'যম, পৃষ্ঠা ৩৭৪)

## ঘোষণা

ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, তাই সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

### (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي  
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

### (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদ্‌না আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

### (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

### (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً يُدَوِّمُ مَلِكَ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফখালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

### (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

### (৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জাম্ময যাওয়ামিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সত্ত্ব আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৭ আগস্ট ২০২৫ইং

- (১) সূনাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,  
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

### ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট সূনাত ও আদব

★ ইসলামে ডান অংশকে মুবারক মনে করা হয়, কারণ কিয়ামতে নেককারদের আমলনামাও এই হাতেই থাকবে। (মিরআতুল মানাজ্জিহ, ৪/২৮৭) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর সমস্ত কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (বুখারী, ১/৮১, হাদীস: ১৬৮)

★ ডান হাতে খাবেন, বাম হাতে খাওয়া, পান করা, নেওয়া, দেওয়া শয়তানের পদ্ধতি। (খাবারের ইসলামী পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৮) ★ কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ ডান হাতে থাকবে, যখন গ্লাস বাম হাতে থাকবে এবং বাম হাতে গ্লাস অন্যদের দেবেন। কারো কাছ থেকে জগ এবং গ্লাস দুটোই নিতে হলে আমরা দুটো হাত দিয়ে একসাথে নিয়ে নিই, এটা ভুল পদ্ধতি। প্রথমে ডান হাত দিয়ে জগ নিন এবং তারপর জগকে বাম হাতে ধরুন যাতে ডান হাত খালি হয়ে যায় এবার ডান হাত দিয়ে গ্লাস নিন।

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

### অজ্ঞতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতেমার সময়সূচী অনুযায়ী "অজ্ঞতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে।

দোয়াটি হলো: **أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ** ﴿١٥﴾

অনুবাদ: আমি আল্লাহর কাছে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (ফয়যালে দোয়া, পৃষ্ঠা ২৪৫)

## সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।
৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (<) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (o) চিহ্ন দিন।

**বিঃ দ্রঃ-** নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করুন।

## দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছে? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছে? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رضي الله عنها কি পাঠ করেছে? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছে বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছে? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছে? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছে? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছে? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছে? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছে? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছে? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

## কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

- ★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার
- ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার
- ★ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

## সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাহফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

## মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

## বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/  
ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

## আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর  
আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল  
পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার  
যিন্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না  
সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

أَمْرَيْنِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ